কারক এর উদাহরণ

বাংলা ভাষায় কারক ছয় প্রকারের হয়। নিচে প্রতিটি কারকের জন্য উদাহরণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

---

১. কর্তৃ কারক

সংজ্ঞা: যে ব্যক্তি বা বস্তু কাজ সম্পন্ন করে, তাকে কর্তৃ কারক বলা হয়।
উদাহরণ:

- রবি গান গায়। এখানে ‘রবি’ কর্তৃ কারক, কারণ কাজটি সে করছে।
- পাখি উড়ছে। এখানে ‘পাখি’ কর্তৃ কারক, কারণ পাখি কাজটি করছে।

২. কর্ম কারক

সংজ্ঞা: যে বা যা কাজের ফল ভোগ করে, তাকে কর্ম কারক বলে।
উদাহরণ:

- রবি বই পড়ে। এখানে ‘বই’ কর্ম কারক, কারণ কাজটি (পড়া) ‘বই’-এর ওপর প্রভাব ফেলে।
- সে খাবার খায়। এখানে ‘খাবার’ কর্ম কারক, কারণ কাজটি (খাওয়া) ‘খাবার’-এর ওপর প্রভাব ফেলে।

৩. করণ কারক

সংজ্ঞা: যে মাধ্যম বা উপকরণ দ্বারা কাজটি সম্পন্ন হয়, তাকে করণ কারক বলা হয়।
উদাহরণ:

- রবি কলম দিয়ে লিখে। এখানে ‘কলম’ করণ কারক, কারণ কলমের সাহায্যে কাজটি (লেখা) হচ্ছে।

- সে ছুরি দিয়ে ফল কাটে। এখানে ‘ছুরি’ করণ কারক, কারণ ছুরির সাহায্যে কাজটি (কাটা) হচ্ছে।

৪. সম্প্রদান কারক

সংজ্ঞা: যাকে উদ্দেশ্য করে বা যার জন্য কাজ করা হয়, তাকে সম্প্রদান কারক বলা হয়।
উদাহরণ:

- আমি রবিকে বই দিলাম। এখানে ‘রবি’ সম্প্রদান কারক, কারণ বই দেওয়ার উদ্দেশ্য রবি।
- সে মায়ের জন্য খাবার আনল। এখানে ‘মা’ সম্প্রদান কারক, কারণ খাবার আনার উদ্দেশ্য মা।

৫. অধিকরণ কারক

সংজ্ঞা: যে স্থান বা স্থানে কাজটি সংঘটিত হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলা হয়।
উদাহরণ:

- রবি বাড়িতে আছে। এখানে ‘বাড়ি’ অধিকরণ কারক, কারণ অবস্থানের স্থান ‘বাড়ি’।
- সে মাঠে খেলছে। এখানে ‘মাঠ’ অধিকরণ কারক, কারণ খেলাধুলার স্থান ‘মাঠ’।

৬. সংযোগ কারক

সংজ্ঞা: যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে কাজটি করা হয়, তাকে সংযোগ কারক বলে।
উদাহরণ:

- রবি বন্ধুর সঙ্গে খেলছে। এখানে ‘বন্ধু’ সংযোগ কারক, কারণ কাজটি (খেলা) বন্ধুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে করা হচ্ছে।

- সে ভাইয়ের সঙ্গে বেড়াতে গেল। এখানে 'ভাই' সংযোগ কারক, কারণ বেড়ানো কাজটি ভাইয়ের সঙ্গে যুক্ত।

এই উদাহরণগুলো বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন কারকের ব্যবহারের ধরন এবং তাদের সঠিক অর্থ বোঝার জন্য সহায়ক হবে।